পি.টি,আই পাস বেকারদের ফরিয়াদ

আমরা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ এস, এস, সি এবং দ্বিতীয় বিভাগে পি, টি, আই পাস হতভাগা বেকার সম্প্রদায়। ১৯৭৩-৭৪ইং শিক্ষাবর্ষে আমরা পি, টি, আই পাস করি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ১৯৭৬ সনে পরীক্ষাদানের মাধ্যমে প্যানেলভুক্ত। কিন্তু ১৯৭৭ সনে সেই প্যানেলটি বাতিল ঘোষণা করিয়া পুনরায় প্যানেল তৈরীর উদ্দেশ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। ঘোষণা মোতাবেক আমরা দরখাস্ত করি এবং আমাদের বরাবরে ইন্টারভিউ কার্ড ও ইস্যু করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়া জানিতে পারি, অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হইয়াছে। আমরা আরও জানিতে পারি যে, তৃতীয় বিভাগে এস, এস,সি পাস প্রার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের অযোগ্য বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। এইখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৪-৭৫ সন পর্যন্ত তৃতীয় বিভাগে এস,এস,সি পাস প্রার্থিগণ পি,টি,আই-তে ভর্তি হইতে পারিত। পি,টি,আই পাসের পর সরকারী চাকুরী পাইতেও ১৯৭৬ সন পর্যন্ত কোন বাধা ছিল না। সেই হিসাবে ১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে আমাদিগকে পি,টি,আই-তে ভর্তি করা হয়। সেইস্থানে ভর্তির সময় আমাদের ট্রেইনিদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করাইয়া নেওয়া হয় যে, পাস করিবার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কাজ করিতে আমরা বাধ্য থাকিব। উক্ত এক বৎসর আমাদিগকে যথারীতি সরকারী ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। আমাদের এই ন্যায্য দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিলম্বে হইলেও ১৯/২/৭৯ ইং তারিখের স-৮/৪ এ-১০/৭৮/৯১ নম্বর স্মারকে সারাদেশে আমাদের মত বেকার পি, টি, আই পাস লোকদের তালিকা প্রণয়ন করার জন্য জনশিক্ষা পরিচালক মহোদয়কে নির্দেশ দেন। জনশিক্ষা পরিচালক ১০/৭/৭৯ ইং তারিখে ৫২৩৩ প্রাঃ নম্বর পত্রে প্রায় পাঁচ শতজনের একটি তালিকা সরকারের বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এবং শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট আকুল আবেদন, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই অসহায় অবস্থার কথা অনুধাবন করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করুন।

—মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবদুর রশিদ মিয়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

শিবচর মডেল প্রাইমারী স্কুল প্রসঙ্গে

ফরিদপুর জেলাধীন শিবচর একটি অন্যতম বৃহৎ থানা। শিবচর মডেল পাইমারী স্কুলটি শিবচর থানা সদরে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৫ শত ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করে। ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসিবার বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল এবং ব্লাকবোর্ডের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তাহাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণকেও ক্লাস বদলের ফাঁকে কেবলমাত্র ২ খানা চেয়ার ছাড়া একখানা বেঞ্চে বসিতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করার জন্য এই বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষক সংখ্যা বাড়ান আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিদ্যালয় সংলগ্ন খালের উপরের কাঠের পুলটির মেরামত করা অতীব প্রয়োজন। কারণ প্রতিদিন এই মডেল স্কুল এবং শিবচর নন্দকুমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের আনুমানিক ৮/৯ শত ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অসংখ্য জনসাধারণ এই কাঠের পুলটির উপর দিয়া পারাপার হইয়া থাকে। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে স্কুলটির সমস্যাদি সমাধানের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—অধ্যাপক মোঃ সেরাজুল হক, বরহামগঞ্জ, শিবচর, ফরিদপুর।